সাহিত্যিক না হয়েও সাহিত্যের উপর মন্তব্য দেয়ার ধৃষ্টতা।

উপন্যাসের উপর মন্তব্য দেয়া আমার মত লোকের জন্য আদার ব্যপারীর জাহাজের খবর নেয়ার পর্যায় পরে যায়। ইত্তেফাকের সাংবাদিকদেরকে চা-পানি খাইয়ে কুদ্দুস খানের নসু ব্যাপারী ডিবির বদৌলতে লস এঞ্জেলসে এসে গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করে ধরাকে সরা জ্ঞান করে সাংবাদিক হয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর মন্তব্য করেন এবং কোন কারনে যুক্তরাষ্ট্রে এসে স্থায়ী বসবাসের খায়েশ পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাকারী ডঃ খোরশেদ আলমের সাইদ কামরাণ মীর্জা মোকসেদুল মোমেনীনের বিদ্যা নিয়ে ইসলামের উপর মন্তব্য করে চলছেন। এগুলি দেখে এবং সাদালাপের সম্পাদক ও জিয়া সাহেবের ডাক শুনে জনাব মোল্লা বাহাউদ্দীনের ”স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক” শিরনামের উপন্যাসটির উপর মন্তব্য করার সাহস পাই। আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রে নসু ব্যাপারী ও সাইদ কামরান মীর্জার মত চরিত্রের অভিবাসীরা স্থান পেয়েছে দেখে মনে হয়েছে উপন্যাসটি বাস্তবধর্মী। তাই আলোচ্য উপন্যাসে অংকিত বাস্তব বিষয়বস্তুর উপর মন্তব্য করা বাস্তবধর্মী মানুষ হিসাবে ধৃষ্টতার পর্যায় পরবে না বলে আমার মনে হয়েছে ।

উপন্যাসের তিনটি পর্ব পড়েছি। পালিয়ে আসা রাজাকার এবং বিভিন্ন পন্থায় ভাগ্যান্বেষনে আসা বাঙ্গালীরা উপন্যাসের চরিত্রে স্থান পেয়েছেন। তবে নসু ব্যাপারী ও কামরান মীর্জার মত ভিলেনের সাক্ষাৎ এখনো মিলেনি। যুক্তরাষ্ট্রে এসে আলোচ্য রাজাকারেরা অধিক ইসলাম পন্থী হয়েছেন। আবার বাঙ্গালীর স্বার্থপর অংশটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য সাইদ কামরান মীর্জার মত রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য ধর্মের কুৎসা প্রচারসহ নিজ বা বাপ-দাদার নাম বদলাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। রাজনীতি সচেতন নায়ক আনিস ও তার মুক্তিযোদ্ধা ভাইরা রাজাকার ও স্বার্থান্বেষীদের কার্যকলাপ দেখে অবাক হচ্ছেন।

উপন্যাসের ঘটনাস্থল নিউ ইয়র্ক, আমার আবাসস্থল। উপন্যাসের চরিত্রগুলির সাথে অহরহ আমি উঠাবসা করছি, কিন্তু বাহাউদ্দীন সাহেবের মত পর্যবেক্ষণকারী চোখ না থাকায় প্রবাসী বাঙ্গালী এই সমাজকে দেখতে ও বুঝতে পারিনি। ”স্বপ্ন নগরী নিউ ইয়র্ক” উপন্যাসটি প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখের, মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নের প্রভাব ও বাচার জন্য সংগ্রামের একটি পূর্ণাংগ দলিল।

জনাব মোল্লা বাহাউদ্দীনের মত উচু মাপের লেখকের উপন্যাসের উপর মন্তব্য দেয়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজে কৃতার্থ, তবে মন্তব্য প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখানের জন্য বাহাউদ্দীন সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

ষ্ট্রোক আক্রান্ত বাহাউদ্দীন সাহেবের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আশা করছি ভাল হয়ে তিনি আরো উনতমানের বাস্তবধর্মী উপন্যাস আমাদেরকে উপহার দিবেন।

সেতারা হাশেম   ০৩/ ২১/ ০৫